বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫,মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ফোন ঃ ৯৫৫৬৯৩১
৯৫৬০০২১-২৫
৯৫৬০০৩১-৩৫
e-mail :
dgmaccounts1@krishibank.org.bd

কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ-১

নং-প্রকা/হিসাব-১/১(৪)/২০১৭-১৮/১২৯১ তারিখ ঃ ২৫-০৪-২০১৮

০১। মহাব্যবস্থাপক
স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
০২। উপ-মহাব্যবস্থাপক
কর্পোরেট শাখাসমূহ ।
০৩। সকল শাখা ব্যবস্থাপক
(মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক হিসাব সমাপনীকালে স্থায়ী আমানতের ও বিভিন্ন প্রকার স্কীম হিসাবের সুদের প্রভিশন সঠিক পরিমানে সংরক্ষণ করা প্রসংগে ।

প্রিয় মহোদয়

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ-১ এর পরিপত্র নং ০৫/২০১৭ ও পত্র নং ৭০৫ তারিখ যথাক্রমে ২৯-০৫-২০১৭ ও ১৪-১২-২০১৭ ইং এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বর্ণিত পরিপত্রের ৩.০৩ অনুচ্ছেদে বার্ষিক হিসাব সমাপনীর সময় স্থায়ী আমানতের উপর সুদ হিসাবায়নের বিষয়ে নিম্মোক্ত নির্দেশনা দেয়া আছে ঃ
"বার্ষিক হিসাব সমাপণীকালে কেবলমাত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্থায়ী আমানত হিসাবে নির্ধারিত হারে সুদ ধার্য করে ব্যয় হিসাব খাত ১৩৩/৩৭ ডেবিট এবং সংশ্লিষ্ট আমানত হিসাবটি ক্রেডিট করতে হবে। প্রদত্ত সুদের উপর প্রযোজ্য হারে যথারীতি উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। মেয়াদ পূর্ণ হয় নাই এমন হিসাব সমূহের ক্ষেত্রে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত দিনের সংখ্যা হিসাব করে নির্ধারিত হারে সুদ হিসাবায়নের পর উহা প্রভিশন করে ব্যয় হিসাব ১৩৩/৩৭ ডেবিট এবং ৪১/৪ হিসাব খাত ক্রেডিট করতে হবে। প্রভিশনকৃত সুদ সম্পূরক (Supplementary)খতিয়ানে ৪১/৪ হিসাব খাতে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। প্রভিশনকৃত সুদের উপর উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবেনা। সংশ্লিষ্ট স্থায়ী আমানতসমূহের মেয়াদপূর্তি/বছর পূর্তির তারিখে (মেয়াদ পূর্তির তারিখ সরকারী ছুটি থাকলে পরবর্তী কার্যদিবসে) ১ জুলাই ২০১৭ হতে দিনের সংখ্যা হিসাব করে অবশিষ্ট সময়ের সুদ ধার্য করতে হবে এবং সম্পূর্ণ সুদ আমানত হিসাবে ক্রেডিট করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রদত্ত মোট সুদের উপর প্রযোজ্য হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।"
আবার পত্র নং-৭০৫ এর ৩.০৪ অনুচ্ছেদে অর্ধবার্ষিক হিসাব সমাপনীর সময় স্থায়ী আমানত এর উপর সুদ হিসাবায়নের বিষয়ে নিম্মোক্ত নির্দেশনা আছে ঃ
"অর্ধ-বার্ষিক হিসাব সমাপনীকালে ০১-০৭-২০১৭ তারিখের পর নতুনভাবে ইস্যুকৃত স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্থায়ী আমানত হিসাবে দৈনিক প্রডাক্ট এর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে সুদ ধার্য্য করতে হবে। কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হয় নাই এমন হিসাবের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রভিশন করতে হবে এবং উহা ১৩৩/৩৭-ব্যয় হিসাব ডেবিট এবং "৪১/৪ মেয়াদী আমানতের উপর প্রদেয় সুদ" হিসাব খাত ক্রেডিট করতে হবে এবং পরবর্তী কার্যদিবসে অবশ্যই তা যথারীতি রিভার্স করতে হবে।"
এছাড়া ব্যাংকে পরিচালিত বিভিন্ন সঞ্চয়ী স্কীমের (বিকেবি ডাবল প্রফিট স্কীম, বিকেবি মাসিক প্রফিট স্কীম, বিকেবি অবসর সঞ্চয় প্রকল্প, ডি.পি.এস, শিক্ষক সঞ্চয় প্রকল্প, ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প, শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সঞ্চয় স্কীম, কৃষাণ-কৃষানী সঞ্চয় স্কীম, বিকেবি মাসিক সঞ্চয় স্কীম, মাসিক/ত্রৈমাসিক মুনাফা স্কীম) উপরও অর্ধবার্ষিক হিসাব সমাপনীর সময় নির্ধারিত হারে সুদ হিসাবায়ন করে প্রভিশন সংরক্ষণ করার কথা।

০৩। বার্ষিক ও অর্ধ-বার্ষিক হিসাব সমাপনীর পরিপত্রে স্পষ্টভাবে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ইদানিং গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ব্যাংকে পরিচালিত স্থায়ী আমানত ও সঞ্চয়ী স্কীম সমূহের উপর অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক হিসাব সমাপনীর সময় সঠিকভাবে সুদ হিসাবায়ন করে ইহার বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করে ব্যাংকের খরচ হিসাবে দেখানো হচ্ছেনা। ফলে ব্যাংকের লাভ/ক্ষতির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেন না। এর ফলে ব্যাংকের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের গৃহীত/নির্দেশিত কর্ম কৌশল/ কর্মপন্থা প্রয়োগ করেও বছর শেষে কাংখিত ফল লাভ করা যায় না। সাম্প্রতিক সময়ে শাখা সমূহকে অনলাইনে নেয়ার জন্য হালনাগাদ হিসাব নিকাশ করার সময় দেখা যায় যে, অনেক শাখা অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক হিসাব সমাপনীর সময় তাদের শাখায় পরিচালিত স্থায়ী আমানত ও সঞ্চয় স্কীমের উপর সুদ হিসাবায়ন করে সঠিক মাত্রায় প্রভিশন সংরক্ষণ করা হয়নি। ফলে পূর্বে দেখানো লাভ লোকসান অনেক কম/বেশি হয়। এমনকি কোন কোন লাভজনক শাখা লোকসানী শাখায় পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা কোন ভাবেই কাম্য নয়। কোন কোন শাখা ম্যানুপুলেশন করে শাখার খরচ কমিয়ে ক্ষতি কম/ লাভ বেশি দেখানো হয়েছে। এটা এক ধরণের গর্হিত অপরাধ। কারণ শাখার এ ধরণের তথ্যচিত্রের উপর ভিত্তি করে কর্তৃপক্ষের দেয়া নির্দেশনা ফলপ্রসু হয় না।

০৪। উল্লেখিত অবস্থা নিরসনকল্পে শাখাসমূহে যে সমস্ত মেয়াদী ও সঞ্চয় স্কীম আছে তার মেয়াদ পূর্তির তারিখ যখনই থাকুক না কেন অর্ধ-বার্ষিক ও বর্ষিক হিসাব সমাপনীর সময় সঠিকভাবে সুদ হিসাবায়ন করে প্রয়োজনীয় পরিমান প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে যাতে শাখার লাভ ক্ষতির সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। **ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় যে, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক হিসাব সমাপনীর সময় উল্লিখিত আমানত ও সঞ্চয় স্কীমের উপর সঠিকভাবে সুদ হিসাবায়ন করে প্রয়োজনীয় প্রভিশন রাখা হয়নি বা ম্যানুপুলেশনের মাধ্যমে শাখার লোকসান কমানো হয়েছে বা লাভ বৃদ্ধি করে দেখানো হয়েছে তার দায় দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও ২য় কর্মকর্তার উপর বর্তাবে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে কোনরূপ অনুকম্পা দেখানো হবে না। সুদারোপ ও প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়টি বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ শাখা নিরীক্ষা/পরিদর্শনকালে নিশ্চিত করবেন।**

অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিশ্বস্ত
২৫/০৪/১৮
(মোঃ আবু জাফর হাওলাদার)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

নং-প্রকা/হিসাব-১/১(৪)/২০১৭-১৮/১২৯১(১২৫০) তারিখ ঃ ২৫-০৪-২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের দপ্তর , বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
৪। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, সকল বিভাগীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৫। অধ্যক্ষ (মহাব্যবস্থাপক), বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
৬। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, পর্ষদ সচিবালয় বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা কে অত্র পত্রটি ব্যাংকের Web Site এ আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৭। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বিকেবি।
৮। **সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পত্রটি অঞ্চলাধীন সকল শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।**
০৯। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বিকেবি।
১০। নথি/মহানথি।

২৫/০৪/১৮
(মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক